যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল

কাব্যোপন্যাস

আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত

জয় গোস্বামী

amarboi.com

শারদপত্রে এই উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আদ্যন্ত কবিতায় লেখা একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এই প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে। কোনও কোনও পাঠকের স্মৃতিতে তা ধূসর ছবির মতো ধরাও আছে নিশ্চয়ই। তবু জয় গোস্বামীর এই আখ্যানকাব্য নমস্য পূর্বসূরীদের অতিক্রম করে অনন্য হয়ে উঠেছে বিষয় নির্বাচনে, প্রকাশভঙ্গিমায়, নানা ছন্দের নিবিড় উপস্থাপনায়। গদ্যের নিশ্চিত, বেগবান, বিশ্লেষণী আশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ কাব্যভাষায় এবং ছন্দোবন্ধনে গঠিত হয়েছে এই উপন্যাসের অবয়ব। অথচ কোথাও অবসিত হয়নি প্লটনির্ভর গল্পের স্বাদ, বিচ্ছিন্ন হয়নি চিরানুক্রমিক থিমের মনস্বিতা। এই কাহিনীর সংলাপ কাব্যের মন্ময়তা সত্ত্বেও তেমনই দ্বন্দ্বমুখর, নাটকীয়। চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, রক্তমাংসের উপস্থিতি তেমনই অনিবার্য। গদ্যশরীর ছাড়াও, আমাদের জীবনের গল্প যে কাব্যভাষা আর কাব্যদেহের অবলম্বনে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে থাকল 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'।

এই উপন্যাসের একদিকে আছে এক নারী, যে নিজের মা এবং ছোট বোনকে নিয়ে কাকার বাড়ির নিরুপায় আশ্রয়ে থাকে। একদিন সে বাড়ির যোগাযোগে সম্পূর্ণ অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে পৌঁছয় এক যন্ত্রণাময় অসুখী দাম্পত্যে।

আখ্যানের অন্যদিকে আছে এক তরুণ। দিদি আর পিসিমাকে নিয়ে যার সংসার। সে কবি হিসেবে সদ্য পরিচিতি পেতে শুরু করেছে। এই সময় তার জীবনে আসে প্রেম এবং তার পরিণতি হয় মর্মঘাতী। তা সত্ত্বেও, খানিকটা অজান্তেই দুটি কাহিনী তথা দুটি জীবন কীভাবে যেন পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে! প্রতিটি ফুলের মতো পঙ্‌ক্তি জুড়ে সৃষ্টি হয় এক কাব্যমালা : 'সত্যি কি জানি ভোর কাকে বলে ?/ ভোরে উঠে যাই গাছেদের কাছে/এ শিউলি আর ও গন্ধরাজ/ ফুল ফুটে আছে, ফুল ঝরে আছে/ হাত দিয়ে ওই পাতাগুলো ছোঁয়া/ গাছকে কুশল প্রশ্নই কাজ/ শুরু করতেই গাছগুলো বলে :/ কে আসবে আজ ? কে আসবে আজ ?'

ISBN 81-7215-566-2

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল

জয় গোস্বামী

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮
নবম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৫

অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু চাকী
© জয় গোস্বামী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7215-566-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

JARA BRISTITE BHIJECHILO
[Verses]
by
Joy Goswami

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

১

সে বড় নিকটকথা যা বর্ণনা করি—
কিছু বলব ধীরে আস্তে, কিছু তড়িঘড়ি

কিছুটা অতীতে ঘটল, কিছু বা এক্ষুণি
কিছু তার চোখে দেখা কিছু কর্ণে শুনি

কিছু তার মেঘে রইল কিছু বৃষ্টিপাতে
ধুয়ে মুছে মনে আসছে দিবসে ও রাতে

কাক-পক্ষী মুখে করে নিয়ে গেল কিছু
কিছু উড়ল কুটো হয়ে বাতাসের পিছু

কথাখানি উড়ে গিয়ে যথা তথা পড়ে
শুনে কেউ মুগ্ধ কেউ চক্ষু বড় করে

দু'আনি চারআনি দিয়ে কথা শুনতে হয়
এ কথা তেমন কথা নয় মহাশয়

এ অতি নিকটকথা বুকে মারবে ছুরি
কথাখানি সত্য কিন্তু বলাটি চাতুরি

বনে-উপবনে নিত্য কত মেয়ে ঘোরে
বলো তো একজন কাউকে নির্বাচন ক'রে

সে বড় কঠিন কর্ম, সে বড় মুশকিল
লাগে যন্ত্রপাতি লাগে লেবারের স্কিল

একদিন এক দেবী বৃক্ষে দিয়ে ঠেস
বলে বসল : মন খারাপ আপনার অভ্যেস

তুমি চমকে গেছ তুমি অতটা ভাবনি
মনে উঠছে বারংবার চমৎকার ধ্বনি

তখন শীতের হাওয়া শিরীষ শাখায়
বাসটি দাঁড়িয়ে, ফুটো বাসের চাকায়

একসঙ্গে যাওয়া ছিল রাঙামাটিগড়
সেখানে দু'চার বাক্য—আলাপের পর

সারাতে সময় লাগবে, শীতের দুপুরে
অন্যরা বলেছে : আসছি কাছাকাছি ঘুরে

তুমি থেকে গেলে যেতে চাইছিল না মন
দলে হ'ল অনিচ্ছুক আরও একজন

সে খুলে রেখেছে শাল, মুখে পড়ছে চুল
গুঁড়ো টিপ ঝরছে, কানে পোড়ামাটিদুল

গলায় চিকচিকে হার, সালোয়ার কামিজ
মুঠোভর্তি বুক, আঃ থামো বেতমিজ !

এক পা মুড়েছে দেবী গাছে পিঠ রেখে
মনে ভাবছ আগে কোথা দেখেছি কি একে ?

হ্যাঁ দেখেছ না দেখনি কত জায়গায়
যেতে কাঁটা আসতে কাঁটা অঙ্গ ছড়ে যায়

আঘাতে ঔষধ দিতে চক্ষে দিতে ধুলো
পিসিমা গজগজ করতো : ঢঙ্গী মেয়েগুলো

—'তোমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই কোনো'
মুখে বলতে, মনে জানতে, যাবে না লুকোনো

এখনো গেল না, যেই দেবী বললেন
'কাল বাইরে অত রাত্রে কী করছিলেন'

তুমি থতমত : 'আমি, কাল,... বাইরে... মানে...'
—'হ্যাঁ বাইরে। ঠাণ্ডার মধ্যে। সুপর্ণাও জানে—'
—'এক্ষেত্রে, সুপর্ণা... মানে... আসলে... আমি তো'
—'রাত্রে ও দেখেনি, ও তো ঘুমোলেই মৃত !

আজ ভোরে বেরিয়ে দেখল রাস্তায় মাফলার
ট্যুরিস্ট লজের সামনে, এই যে ! এটা কার ?'
—'হ্যাঁ আমার । ধন্যবাদ । চিনলেন কী করে ?'
—'এমন ক্যাটকেটে রং কটা লোক পরে ?
সুপর্ণা চিনেছে, বলল, মরবে ভদ্রলোক
ঠাণ্ডায় বেঘোরে মরবে । দিয়ে দিস্—যা হোক
কী করছিলেন কালকে ? রাত্রি একটায় ?'
—'একটা হয়ে গিস্‌ল বুঝি ? তবে তো অন্যায়'
—'বলুন কী করছিলেন ?' —দেবী চেয়ে আছে
নাকে ঘাম, আবছা তিল চিবুকের কাছে
—'গাছ ছুঁয়ে দেখছিলাম । রাস্তার দু'ধারে
ওই গাছগুলো, ওরা ছোঁয়া বুঝতে পারে ?'
—'রাত্রে গাছ ধরতে নেই, পোকাটোকা থাকে—'
—'ওরা লোক চেনে, কিছু বলবে না আমাকে'
—'গাছ ছুঁতে ইচ্ছে করে ?' —'ইচ্ছে তো করেই'
—'আপনার বুঝি কোনো গাছবন্ধু নেই ?'
—'ওই যে সুপর্ণা আছে ! গাছ বললে গাছ
মাছ বললে মাছ আমরা, নাচ বললে নাচ
জল পেলে সাঁতার কাটি গান পেলেই নাচি
কোথাও হইহই পেলে ঠিক আমরা আছি
হুড়ুদ্দুম লেগে যায় ছুটিছাটা পেলে
আমরা বেরিয়ে পড়ি বাড়িঘর ফেলে
আমি ও সুপর্ণা কিংবা সুপর্ণা ও আমি
কলেজে সবার চেয়ে দ্রুত, দ্রুতগামী ।'
এত বলে থামলেন দেবী অবশেষে
বসলেন তোমার পাশে বৃক্ষপাদদেশে
—'আপনাকে দেখলাম কাল বারান্দার থেকে
দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে, গেটে হাত রেখে
—অত রাত্রে ? বারান্দায় ?' —'আসছিল না ঘুম
ভাবলাম বেরোই'... —(না না এস না কুসুম !)

ওই যে ওরা এসে গেছে, আমাদের দল
গাছের ফাঁক দিয়ে উঁচুনিচু কোলাহল

একথা সেকথা চলতে বাস তুমি রেডি ?
তাহলে ছাড়বার কথা এখনই বলে দি' ?

দেবী উঠে গিয়ে বসে সুপর্ণার পাশে
এদের সখীত্ব দেখে কিছু মনে আসে ?

সে অতি নিকট, অতি নৈকট্যকথন
সে ধর্মের কথা নাহি ভোলে চোরামন

দেবীসঙ্গ সাঙ্গ হয় ফেরৎ রাস্তায়
ঠিকানাটি কিছু কাল সঙ্গে থেকে যায়

তারপর তেড়েফুঁড়ে দিন যায় ছুটে
ঝাঁকায় জীবন, নিচে ব্যর্থ ঝাঁকামুটে

সকল বন্ধুত্ব বলা সে বড় দুষ্কর
দু'একখানা বলি, বাকি অনুমান কর

বারেক পাই যদি তার শ্রীআন্দাজখানি
ফাঁক দিয়ে দেখা দৃশ্য মুখেও না আনি

ওলটপালট করে কারা ওরা কারা ?
আগে থেকে অত কিছু জানতো না বেচারা

লেখাটি বেরিয়ে পড়ে গল্পের সন্ধানে
কাহিনী কোনখানে যায় চরিত্র কি জানে ?

তোমার চরিত্র দেখছি ওঠে বেলা করে
উঠেই বাজারে যায় গলিরাস্তা ধরে

উপকণ্ঠ শহরের বাড়ি ছোট ছোট
গলি থেকে দরজায় তিন সিঁড়ি ওঠো

একআধটু বাগান কারো, দু'তিন জানালা
'টু লেট' ঝোলানো কারো, দরজায় তালা

সামনেই মেজ রাস্তা, কাছে রিকসা থামে
বড়টি শহরে গেছে, ছোট রাস্তা গ্রামে

দূরে উঁচু রেললাইন, ফোকর তলায়
ঠ্যালা রিক্সা ম্যাটাডোর কোনোক্রমে যায়

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। পরে, ৫ বছর বয়স থেকে সপরিবারে রানাঘাটে। এবং বর্তমানে, ৩০ বছর পর, পুনরায় কলকাতাবাসী। বাবা মারা যান ৮ বছর বয়সে। মা স্কুলে পড়াতেন। মায়ের মৃত্যু ১৯৮৪।

শিক্ষা : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, রানাঘাটেই। প্রথম কবিতা লেখা, ১৩ বছর বয়সে, বাড়ির পুরনো সিলিংপাখা নিয়ে। প্রথম কবিতা ছাপা হয় উনিশ বছর বয়সে, একই সঙ্গে তিনটি ছোট পত্রিকায়, সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ ও হোমশিখা। পরবর্তী ১৫/১৬ বছর বহু লিটল ম্যাগাজিনে অজস্র লেখা ছাপা হয়েছে। দেশ পত্রিকায় লেখা ১৯৭৬ থেকে, ডাকযোগে, প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিতভাবে। এখন, কিছুকাল হল, এই পত্রিকারই কর্মী।

প্রধানত কবি। বারোটি বই আছে কবিতার। কয়েকটি উপন্যাস বেরিয়েছে, অন্যান্য গদ্য লেখাও।

ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা ? কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৯০ সালে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা কাব্যগ্রন্থের জন্য।

শখ : গান শোনা, পুরনো চিঠি পড়া।

প্রচ্ছদ □ কৃষ্ণেন্দু চাকী